মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স



دينيات

DEENIYAT

নাযেরায়ে কুরআন • হিফযে সূরা • দু'আ সুন্নত • আকাইদ • মাসাইল • নামায

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

دِيْنِيَّاتْ

মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

দ্বীনিয়াত সেন্টার

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

www.deeniyatbd.com.

www.deeniyat.com

মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬

শিক্ষার্থীর নাম :----------

অভিভাবকের নাম :----------

বর্তমান ঠিকানা :----------

মোবাইল :----------

প্রকাশনায়

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস
আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স
মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা
ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০
০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০২৩

নির্ধারিত মূল্য
৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চুড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দ্বীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দ্বীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দ্বীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দ্বীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দ্বীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দ্বীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দ্বীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দ্বীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দ্বীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দ্বীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

০২-০৩-২০

ড. মুশতাক আহমদ
উপ-পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, চাই-তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় বিষয়,সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরনের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবী ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। [ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দ্বীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন- تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শু'আবুল ঈমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে উম্মত এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মুল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنَّا وَ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন।

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মুল্যবোধ ও নৈতিকতা।

ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণি ধর্মীয় অনুভূতিশূন্য নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌঁছে দেয়ার লক্ষে তৈরি করেছেন "দ্বীনিয়াত কোর্স"। দ্বীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাদৃত এবং প্রায় ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমিতে, অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দেয়া সম্ভব। ইনশাআল্লাহ।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বীনিয়াতের রয়েছে গুরত্বপূর্ণ তিনটি কোর্স। যথা:-

১. Deeniyat primary course (দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স)

২. দ্বীনিয়াত প্রাইমারী কোর্স সম্পন্ন করার পর যারা দীনি বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের জন্য রয়েছে Deeniyat Secondary Course (দীনিয়াত মাধ্যমিক কোর্স)

৩. মাধ্যমিক কোর্স সম্পন্ন করার পর কলেজগামী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে Deeniyat Advance Course (দ্বীনিয়াত এডভ্যান্স কোর্স)।

মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স

সাধারণ বয়স্ক (নারী-পুরুষ) স্কুল, কলেজে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়া-লেখা, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারনে অনেক সময় দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকে। তাদের উদ্দেশ্যে দ্বীনিয়াত কর্তৃপক্ষ মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স তেরি করেছেন।

মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্সটি নিয়মিত এক থেকে দেড় ঘন্টা পড়তে পারলে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে একজন ব্যক্তি ৫ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ম পদ্ধতি এবং নামাযের সূরাসমূহ শিক্ষার পাশা-পাশি দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন– দৈনন্দিন জীবনের দু'আ সুন্নত, পাঁচ কালিমা, উযু, গোসলের ফরযসমূহ, এমন কি কুরআন শরীফ দেখে দেখে সহীসুদ্ধ করে পড়তেও সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ

পাঠদান পদ্ধতি

* কোর্সটি যেহেতু একটি বিশেষ পদ্ধতিকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছে। তাই পড়ানোর ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতিতে পড়ানো আবশ্যাক। (সাথে বয়স্ক প্রথম বর্ষ থেকে সাহায্য নিবেন।)

* কোর্সটি যেহেতু ৪০ থেকে ৪৫ দিন সময়কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে তাই প্রতিদিন এক থেকে দেড় ঘন্টা নিয়মিত পড়াবেন।

* কুরআনের জন্য ৪০ মিনিট সময় নির্ধারণ করবেন,
অন্য বিষয়ের জন্য ৮ থেকে ১০ মিনিট করে নির্ধারণ করবেন।

* প্রতিদিন প্রত্যেক অধ্যায় থেকে পড়াবেন।

* প্রতিদিন কয়েকজন শিক্ষার্থীদের থেকে সবক শুনবেন।

বিষয় সুচি

[নূরানী কায়েদা]

[নাযেরায়ে কুরআন]
[পৃ. ১১]

[হিফযে সূরা]

[৫ টি সূরা]
[পৃ. ৪২]

[দু'আ-সুন্নত]

[বিশেষ বিশেষ মাসনুন দু'আ]
[পৃ. ৪৭]

[আকাইদ]

[৫টি কালিমা]
[পৃ. ৬১]

মাসাইল

[উযু, গোসল এবং নামাযের ফরজ ওয়াজিবাত ইত্যাদি]
[পৃ. ৬৪]

[নামায]

[৫ ওয়াক্ত নামায, জানাযার নামায]
[পৃ. ৬৭]

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নূরানী ক্বায়েদা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১১
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১২
মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা	১৩
নুক্বতার পরিচয়	১৫
আরবি বর্ণমালার পরিচয়	১৬
আরবি বর্ণমালার পরীক্ষা	১৭
যুক্তাক্ষরের আকৃতি	১৮
যুক্তাক্ষরের পরীক্ষা	১৯
হরকতের বর্ণনা	২০
হরকতের পরীক্ষা	২২
সুকূন (জযমের) বর্ণনা	২৩
তাশদীদের বর্ণনা	২৫
তান্‌বীনের বর্ণনা	২৬
খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ	২৮
ক্বলক্বলার বর্ণনা	৩০

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মদের হরফের বর্ণনা	৩১
নূনে সাকিন এবং তাবীনের বর্ণনা	৩৪
নূনে অথবা মীমে তাশদীদ হলে	৩৬
মোটা চিহ্ন অথবা চিকন চিহ্ন	৩৭
অক্বফ করার নিয়ম	৩৮
কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন সমূহ	৪১
হিফযে সূরাহ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৪২
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৪২
তা'আওউয, তাসমিয়া	৪৩
সূরায়ে ফাতেহা	৪৩
সূরা লাহাব	৪৬
সূরা ইখলাছ	৪৬
সূরা ফালাক্ব	৪৫
সূরা নাস	৪৫
আয়াতুল কুরসি	৪৬
সূরা হাসরের শেষ তিন আয়াত	৪৬

বিষয় সূচী

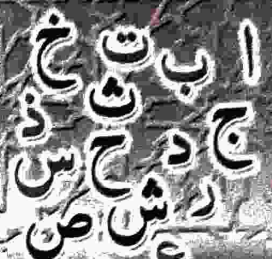
বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২-হাদীস	
দুআ, সুন্নত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৪৭
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৪৭
খানার শুরুর দু'আ	৪৮
শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে	৪৮
খানার শেষের দু'আ	৪৮
খানার সুন্নতসমূহ	৪৯
দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ	৫০
পানি পান করার পর দু'আ	৫০
পানি পান করার সুন্নতসমূহ	৫০
দুধ পান করার দু'আ	৫১
ঘুমানোর পূর্বের দু'আ	৫১
ঘুমানোর সুন্নতসমূহ	৫১
ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর দু'আ	৫২
ঘুম থেকে ওঠার সুন্নতসমূহ	৫৩
(বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে দু'আ	৫৩

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর দু'আ	৫৩
বাইতুল খালার সুন্নতসমূহ	৫৪
উযূর পূর্বের দু'আ	৫৫
উযূর মাঝের দু'আ	৫৫
উযূর পরের দু'আ	৫৫
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৫৬
মসজিদে প্রবেশের সুন্নতসমূহ	৫৬
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	৫৭
মসজিদ থেকে বের হবার সুন্নতসমূহ	৫৭
কাপড় পরিধান করার দু'আ	৫৮
আযানের পর দু'আ	৫৮
শয়তান থেকে হেফাজতে থাকার দু'আ	৫৯
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ	৫৯
৩- আকাইদ, মাসাইল	
আকাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬১
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৬১

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
কালিমায়ে তৈয়্যেবা	৬২
কালিমায়ে শাহাদাৎ	৬২
কালিমায়ে তাওহীদ	৬২
ইমানে মুজমাল	৬৩
ইমানে মুফাসসাল	৬৩
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬৪
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৬৪
গোসলের ফরযসমূহ	৬৫
উযূর ফরযসমূহ	৬৫
উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	৬৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামায	৬৭
নামাযের বাহিরে ৭ ফরয	৬৮
নামাযের ভিতরে ৬ ফরয	৬৯
নামাযের ওয়াজিবসমূহ	৬৯
নামায ভঙ্গকারী আমলসমূহ	৭১
নামাযের কালিমাসমূহ	৭১

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ছানা	৭৩
তাশাহ্হুদ্ (আত্তাহিয়্যাতু)	৭৩
দুরূদশরীফ	৭৪
দুআয়ে মাসূরাহ্	৭৪
দু'আয়ে কুনূত	৭৪
আযান	৭৫
ইক্বামত	৭৬
হজ্জ	৭৬
রোযা	৭৭
যাকাত	৭৮
জানাযার নামাযের পদ্ধতি এবং দু'আ সমূহ	৭৯



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদেরকে কায়েদা সমবেতভাবে পড়াবেন।
- পড়ানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন।
- সবক পড়ানোর পর শিক্ষার্থীদের থেকে সবক শুনবেন।
- সাধারণ মশ্‌ক এভাবে করাবেন, যেন বিগত সবকসমূহের রিপিটও হয়ে যায়।
- শিক্ষার্থীদেরকে আরবি অক্ষরসমূহের মাখ্‌রাজ বুঝানোর জন্য "মাখারিজে হুরুফ" এর সাহায্য নিবেন।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শুরু থেকেই নাযেরায়ে কুরআন পড়তে চায় তাহলে তাদের জন্য এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, নূরানী কায়েদা এবং হিফযে সূরা এর পাশা-পাশি প্রতিদিন নাযেরায়ে কুরআন ও পড়িয়ে দিবেন।
- প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে বর্ণিত তাজবীদের বর্ণনাগুলো যদি শিক্ষার্থীরা সহজভাবে বুঝে মুখস্থ করে নিতে পারে, তবে তো খুবই ভাল কথা। নতুবা মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী চাপ সৃষ্টি করার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিটি অধ্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মাখরাজ, ও তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াবেন।

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

কায়েদাহ ঃ কুরআন পড়ার নিয়মনীতি বর্ণনা করাকে "ক্বায়েদাহ" বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী: ৫০২৭, উসমান رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ল, তার জন্য একটি নেকী, আর একটি নেকীর সওয়াব ও প্রতিদান দশ নেকী সমতূল্য [তিরমিযী: ২৯১০, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কিতাব। তা শিক্ষা করা, পাঠ করা এবং তার উপর আ'মল করা অনেক বড় ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বরকত ও উন্নতি লাভ হয়। যারা কুরআন শিখবে, বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের উপর আমল করবে, কিয়ামতের দিন এই কুরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এজন্যই আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখব এবং কুরআনের উপর আমল করব, ইনশাআল্লাহ।

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা

যে কোন বর্ণের মাখ্‌রাজ (উচ্চারণ স্থান) জানার সহজ নিয়ম হল, বর্ণকে সাকিন করে তার প্রথমে একটা হামযাহ্ লাগিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, আওয়াজ কোথায় গিয়ে থামছে, যেখানে থামবে ঐ অংশটা সেই অক্ষরের মাখ্‌রাজ হবে। যেমন: اَبْ، اَتْ، اَثْ

(ا مدہ) (و مدہ) (ی مدہ) : মুখের ভিতরের খালি অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: بَا، بُوْ، بِيْ

(ء) (ہ) : কণ্ঠনালীর বুকের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَءْ، اَهْ

(ع) (ح) : কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَعْ، اَحْ

(غ) (خ) : কণ্ঠনালীর মুখের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَغْ، اَخْ

(ق) : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَقْ

(ك) : জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَكْ

(ج) (ش) (ی غیر مدہ) : জিহ্বার মাঝখান এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَجْ، اَشْ، اَىْ

(ض) : জিহ্বার কিনারা এবং তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَضْ

(ل) : জিহ্বার আগার কিনারা এবং সামনের উপরের আটটি দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَلْ

(ن) : জিহ্বার আগা এবং উপরের সামনের একটি ধারালো দাঁত থেকে নিয়ে অন্য ধারালো দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَنْ

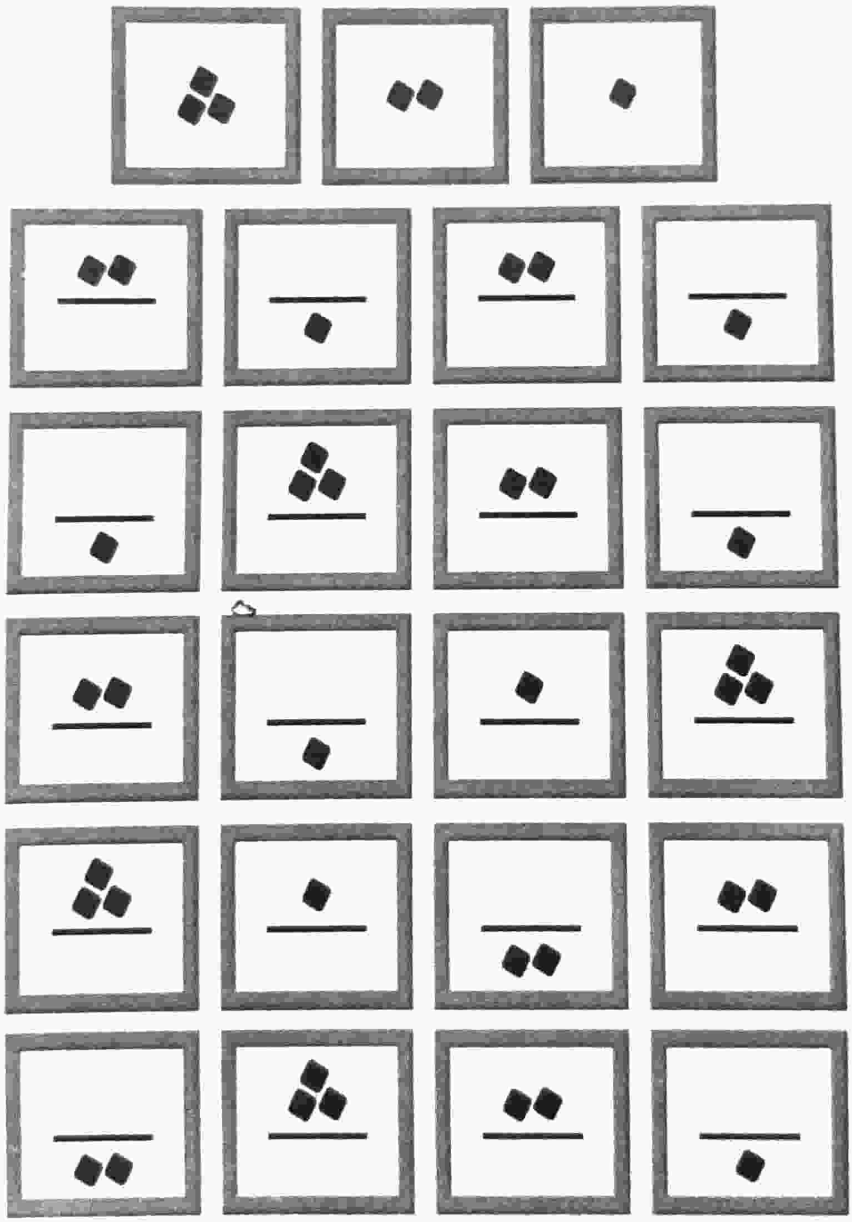
(ر)	: জিহ্বার আগার পিঠ এবং সামনের উপরের চার দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُرْ
(ط)(د)(ت)	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُتْ،اُدْ،اُطْ
(ظ)(ذ)(ث)	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের চার দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُثْ،اُذْ،اُظْ
(ص)(س)(ز)	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُزْ،اُسْ،اُضْ
(ف)	: নীচের ঠোঁটের ভিজে অংশ উপরের দুটি দাঁতের কিনারার সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُفْ
(ب)	: দুই ঠোঁটের ভিজে অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُبْ
(م)	: দুই ঠোঁটের শুষ্ক অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُمْ
(و غيرمده)	: দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَوْ

বিঃ দ্রঃ ● এই বর্ণগুলো সর্বদা পুর উচ্চারণ হয়: خ،ص،ض،غ،ط،ق،ظ

● এই বর্ণগুলোর উচ্চারণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে, পরিষ্কারভাবে একে অপরের আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়।

ء ع، ث س ص، ط ت، ذ ظ ث، د ض، ظ ض، ق ك، ح ه

নুক্বতার পরিচয়



১			দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

আরবি বর্ণমালার পরিচয়

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
ى	ء	ه	و	

২	৩	৪	৫	৬	দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



আরবি বর্ণমালার পরীক্ষা

ج	ص	ا	ب	ت
ذ	ر	د	خ	ش
ض	ث	ح	س	ز
ء	ن	ل	غ	ك
ظ	م	ع	و	ق
ى	ف	ه	ط	

৭	৮			দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

যুক্তাক্ষরের আকৃতি

ا ـا ـا	ب ـبـ ـب	ت ـتـ ـت
ث ـثـ ـث	ج ـجـ ـج	ح ـحـ ـح
خ ـخـ ـخ	د ـد	ذ ـذ
ر ـر	ز ـز	س ـسـ ـس
ش ـشـ ـش	ص ـصـ ـص	ض ـضـ ـض
ط ـطـ ـط	ظ ـظـ ـظ	ع ـعـ ـع
غ ـغـ ـغ	ف ـفـ ـف	ق ـقـ ـق
ك ـكـ ـك	ل ـلـ ـل	م ـمـ ـم
ن ـنـ ـن	و ـو	ه ـهـ ـه
ء ـئ ـئ	ى ـيـ ـى	

৯	১০	১১	১২	১৩	দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

যুক্তক্ষরের পরীক্ষা

حقا	بحر	تبع	ختم	ثمر
كثر	جبل	حجج	سخر	عدل
سمع	مسك	شيم	بشر	صبر
بصر	فعل	فهم	قفس	بكر
لحق	ملك	نمو	عنب	هضم
فيه	يلد	ليس		

১৪	১৫	দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১=কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ]

হরকতের বর্ণনা

① এক যবর ـَ, এক যের ـِ, ও এক পেশ ـُ কে হারাকাত বলে।
② যে হরফে যবর, যের কিংবা পেশ হয় তাকে মুতাহার্রিক (হরকতযুক্ত হরফ) বলে।
③ হরকতযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়, টেনে পড়া নিষেধ। যেমন, بَسْ এর بَ
④ আলিফ সর্বদা (হারাকাত এবং জযম থেকে) খালি হয়। হামযাহ্ কখনও খালি হয় না।

যবর ـَ

"যবর" যুক্ত হরফ তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না।

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ءَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ
			يَ			

যের ـِ

যেরযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না, মা'রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (যের এর আওয়ায নীচের দিকে হয়)

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ءِ	هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ

পেশ ـُ

পেশযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না। মা'রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (পেশ এর আওয়ায সামনের দিকে যায় আর ঠোঁট গোল হয়)।

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ

لَكَ رُسُلٌ ي

قَلَمٌ ۥ قَتَلَ

لَقَ-بَعْدَ-لُثْ

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

كُ	لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	ءُ

১৬ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

হরকতের পরীক্ষা

دَرَسَ	وَدَعَ	عَبَدَ	كَسَبَ	دَخَلَ	بَلَغَ
اِبِلِ	رَدِفَ	حَمِدَ	شَهِدَ	بَخِلَ	
سَخِرَ	رَحِمَ	لَعِبَ	شَرِبَ	عَمِلَ	
رُسُلُ	سُدُسُ	صُحُفُ	كَرُمَ	قَلَمُ	
بَلَدُ	قُدِرَ	نَصَرُ	قُتِلَ	نَضَعُ	
كَمَثَلِ	وَجَعَلَ	وَبَسَرَ	فَبَصُرَ	فَسَجَدَ	
وَرَجِلِ	فَفَزِعَ	خَلَقَكَ	وَوَقَعَ	وَجُمِعَ	

১৭ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সুকূন (জযমের) ْ বর্ণনা

সুকূনকে "জযম"ও বলে, যে হরফের উপর জযম হয় তাকে "সাকিন" বলে। সাকিনযুক্ত হরফকে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে।

যবরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন - হামযাহ বা- যবর -اَبْ ,বা- তা- যবর- بَتْ

بَخْ	مَحْ	گَجْ	حَثْ	بَتْ
نَصْرَ	گَشْفَ	عَرْضَ	اَهْلَ	شَذْ

যেরসহ সুকূনের উদাহরণ

صِغْ	مِعْ	عِظْ	حِصْ	بِسْ
ذِكْرَ	طِفْلُ	مِلْحُ	مِلْكَ	صِفْ

পেশসহ সুকূনের উদাহরণ

كُنْ	هُمْ	دُلْ	بُكْ	دُفْ
قُلْتُ	اُذْنُ	حُزْنُ	مُلْكُ	قُلْ

১৮ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

তিন হরকতসহ সুকূনের পরীক্ষা

نَفْعَلْ	وَعْدَكْ	اِحْمِلْ	اِهْبِطْ	قُلْتُمْ
اَحْسِنْ	اَمْهِلْ	عَنْهُمْ	يَحْكُمْ	اِرْحَمْ
طِبْتُمْ	خِفْتُمْ	يُبْعَثْ	مُهْلِكْ	تُسْمِعْ

হামযাহ্ সাকিনের বর্ণনা

সাকিনযুক্ত হামযাহ্কে একটু ঝট্কা দিয়ে পড়তে হয়, হামযাহ্ কখনও আলিফের আকারে, কখনও ওয়াও এর আকারে, আবার কখনও ইয়ার আকারে লেখা হয়।

بَأْ	يَأْ	يُؤْ	تُؤْ	بِئْ
شَأْنُ	نَأْتِ	كَأْسَ	ضَأْنِ	يَأْبَ
مُؤْمِنُ	يُؤْتِ	يُؤْمِنُ	يُؤْخَذُ	يُؤْتِكُمْ

১৯ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

তাশদীদের বর্ণনা ـّـ তাশদীদ

① এক সাকিন এবং এক হরকত মিলে তাশ্‌দীদ তৈরী হয়।

② তাশদীদের আওয়ায একটু শক্ত হয়।

③ যে হরফে তাশদীদ থাকে সেই হরফকে ' মুশাদ্দাদ' বলে।

④ 'মুশাদ্দাদ' হরফকে দুবার পড়া হয়। যেমন হামজাহ্ বা যবর اَبْ বা যবর বা بَ = اَبَّ

اَبَّ	اِبَّ	اَبِّ	اُبَّ	اِبَّ	اُبِّ
اَتَّ	اِتَّ	اَتِّ	اُتَّ	اِتَّ	اُتِّ
اَجَّ	اِجَّ	اَجِّ	اُجَّ	اِجَّ	اُجِّ
فَعَّ	كُوِّ	سُجِّ	عَدَّ	حُضُّ	حَيَّ

عَلَّمَ	كَذَّبَ	رَبَّكَ	قَدَّرَ
حَبَّبَ	زُيِّنَ	يُسَبِّحُ	رَبِّكَ

২০ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ]

তান্‌বীনের বর্ণনা

দুই যবর ً . দুই যের ٍ , এবং দুই পেশ ٌ , কে তান্‌বীন বলে। তান্‌বীনের আওয়াজ নাকের মধ্যে হয়। যেমন বা দুই যবর بً , বা দুই যের بٍ . বা দুই পেশ بٌ।

দুই যবর এর তান'বীন ً

○ যে অক্ষরের উপর দুই যবর হয় ঐ অক্ষরের পরে আলিফ লেখা হয়।

خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	ءًا
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ءًا	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا
			يًا			

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

দুই যের এর তান'বীন ِ

اِ	بِ	تِ	ثِ	جِ	حِ	خِ
دِ	ذِ	رِ	زِ	سِ	شِ	صِ
ضِ	طِ	ظِ	عِ	غِ	فِ	قِ
كِ	لِ	مِ	نِ	وِ	هِ	ءِ

দুই পেশ এর তান'বীন ُ

اُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ	خُ
دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ	شُ	صُ
ضُ	طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ	قُ
كُ	لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	
ءُ	يُ					

২১ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ

খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশকে সর্বদা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

খাড়া যবর ا

খাড়া যবর আলিফে মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয় بَ খাড়া যবর بَ = بَا আলিফ যবর بَا

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	اَا
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ءَا	هَا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا

খাড়া যের ا

খাড়া যের ইয়া- মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয়, বা খাড়া যের بِ বা-ইয়া যের بِيْ

خِيْ	حِيْ	جِيْ	ثِيْ	تِيْ	بِيْ	اِيْ
صِيْ	شِيْ	سِيْ	زِيْ	رِيْ	ذِيْ	دِيْ
قِيْ	فِيْ	غِيْ	عِيْ	ظِيْ	طِيْ	ضِيْ

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

উল্টা পেশ ُ

উল্টা পেশ ُ ওয়াও মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয়। বা উল্টা পেশ بُ = বা ওয়াও পেশ بُوْ

أُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ	خُ
دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ	شُ	صُ
ضُ	طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ	قُ
كُ	لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	ءُ
			يُ			

মশ্‌ক

لَهُ	دَاوُدَ	رَسُوْلُهُ	اٰيَاتُهُ	جُنُوْدُهُ
اٰدَمَ	اٰمَنَ	مٰلِكِ	اَبَوَاهُ	سَمٰوٰتِ
اٰلِفِ	بِهٖ	عِبَادِهٖ	رُسُلِهٖ	نُوْرِهٖ

دَاوُدَ: দাল আলিফ যবর اَ, ওয়াও উল্টা পেশ وُ, দাউ, دَاوُ দা যবর دَ = دَاوُدَ

২২ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

ক্বলক্বলাহ্‌র বর্ণনা

ক্বলক্বলাহ্‌র হুরূফ পাঁচটি "ق،ط،ب،ج،د" যার সমষ্টি 'কুতবু জাদ্দিন' (قُطْبُ جَدٍّ)।

যখন এ হরফগুলোর উপর জযম বা সাকিন হয় তখন পড়ার সময় তার শব্দ ফিরে আসে। একে 'ক্বলক্বলাহ' বলে।

اَبْ	اِبْ	اُبْ	جَبْ	جِبْ	جُبْ
بَجْ	بِجْ	بُجْ	سَدْ	سِدْ	سُدْ
قَطْ	قِطْ	قُطْ	جَقْ	جِقْ	جُقْ

اَحْبَبْتَ	يَجْعَلْ	قَدْحًا	يُطْعِمُنِىْ
مُجِيْبْ	بُرُوْجْ	لَقَدْ	مُحِيْطْ
يَقْطَعُ	خَلَقْ		

২৩ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর





মদের হরফের বর্ণনা

মদের হরফ তিনটি :

① যবরের বামপাশে খালি আলিফ ② পেশের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও ③ যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া

মদের হরফ হইলে তার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যবরের বামপাশে খালি আলিফ ـَا

যবরের বামপাশে খালি আলিফ মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন - বা- আলিফ যবর بَا

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
يَا	هَا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا

মশ্‌ক

لَهَا	كَذَا	تَابَ	خَافَ	زَادَ
دَعَانَا	شَارَبَ	جُنَاحُ	حَاسَبَ	جَاهَدَ
كَانَتَا	فَقَالَا			

زَادَ : যা আলিফ যবর زَا, দাল যবর دَ = زَادَ

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

ِ ـِ " যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা "

যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন, বা ইয়া যের بِيْ

اِيْ	بِيْ	تِيْ	ثِيْ	جِيْ	حِيْ	خِيْ
دِيْ	ذِيْ	رِيْ	زِيْ	سِيْ	شِيْ	صِيْ
ضِيْ	طِيْ	ظِيْ	عِيْ	غِيْ	فِيْ	قِيْ
كِيْ	لِيْ	مِيْ	نِيْ	وِيْ	هِيْ	ئِيْ
			بِيْ			

মশ্‌ক

دِيْنِيْ	فِيْهِ	اَرِنِيْ	دُوْنِيْ	اُجِيْبُ
يُوَارِيْ	مَفَاتِيْحُ	رَازِقِيْنَ	مُؤْمِنِيْنَ	عَذَابِيْ
تَمَاثِيْلُ	مَقَادِيْرُ			

دِيْنِيْ: দাল ইয়া- যের دِيْ, নূন ইয়া- যের - نِيْ = دِيْنِيْ

২৫ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

" পেশ এর বামপাশে জযম ওয়ালা" وْ

পেশের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন, হামযা ওয়াও পেশ- اُوْ

اُوْ	بُوْ	تُوْ	ثُوْ	جُوْ	حُوْ	خُوْ
دُوْ	ذُوْ	رُوْ	زُوْ	سُوْ	شُوْ	صُوْ
ضُوْ	طُوْ	ظُوْ	عُوْ	غُوْ	فُوْ	قُوْ
كُوْ	لُوْ	مُوْ	نُوْ	وُوْ	هُوْ	ءُوْ
			يُوْ			

মশ্‌ক

نُوْحُ	طُوْرُ	نُوْرُ	يُوْحِىْ	يَقُوْمُ
تَكُوْنُ	هَارُوْنُ	قَارُوْنُ	دَاخِرُوْنَ	سَبَقُوْنَا
بَاسِطُوْنَ	رَاجِعُوْنَ			

২৬ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর হুরূফে হালক্বীর ছয়টি হরফ অর্থাৎ "ء،ه،ع،ح،غ،خ" এর মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তখন নূন সাকিন অথবা তানবীনের আওয়াযকে বিনা গুন্নায় তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ	جُرُفٍ هَارٍ	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
نَارٌ حَامِيَةٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
مِنْ اَخِيْهِ	مِنْ هَادٍ	فَمَنْ عُفِيَ
وَمَنْ حَوْلَهٗ	مِنْ غَيْرِهٖ	لِمَنْ خَشِيَ

طَيْرًا اَبَابِيْلَ: ত্ব-ইয়া যবর طَيْ, র-দু'যবর رًا=طَيْرًا। হামযাহ্ যবর اَ = طَيْرًا اَ। বা-আলিফ যবর بَا=طَيْرًا اَبَا বা-ইয়ায়ের بِيْ = طَيْرًا اَبَابِيْ -লাম যবর لَ = طَيْرًا اَبَابِيْلَ

২৭	২৮	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা

নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনের পর ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ অর্থাৎ "ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك" র মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তাহলে সে নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনকে গুন্নার সাথে পড়তে হয়।

اَنْتَ مُنْذِرٌ	مَنْ ثَقُلَتْ	فَاَنْجَيْنٰهُمْ
مَنْ دَخَلَهٗ	وَاَنْذِرْهُمْ	اَنْزَلْنَا
عَنْ سَبِيْلِهٖ	مِنْ شَيْءٍ	تُنْصَرُوْنَ
عَنْ ضَيْفِ	مِنْ طِيْنٍ	يَنْظُرُوْنَ
خَالِدًا فِيْهَا	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

اَنْتَ مُنْذِرٌ: হামযাহ্ নূন যবর اَنْ, তা- যবর تَ = اَنْتَ, মীম নূন পেশ مُنْ,
اَنْتَ مُنْذِرٌ = رُ, র- পেশ اَنْتَ مُنْذِرْ, যাল যের اَنْتَ مُنْ

২৯	৩০	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

গুন্নার বর্ণনা

নাকে আওয়ায নিয়ে যাওয়াকে গুন্নাহ বলে। নূন এবং মীম এর উপর তাশদীদ হলে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

أَنَّ	سِنَّ	مَنَّ	هُنَّ	يَظُنُّ	جَهَنَّمَ
ثُمَّ	أُمِّ	عَمَّ	هَلُمَّ	مِمَّ	وَتَمَّتْ

৩১		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর পর যদি "ب" আসে তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে "م" পরিবর্তন করে গুন্নাহ্‌র সঙ্গে পড়তে হয়,একে ইক্বলাব বলে।

مَنْۢ بَخِلَ	مِنْۢ بَعْدِ	كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	رَسُوْلٌۢ بِمَا	مُطَهَّرَةٍۢ بِأَيْدِىْ

لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ	مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ

مَنْۢ بَخِلَ: মীম মীম যবর مَمْ বা যবর بَ = مَنْۢ بَ খা যের خِ = مَنْۢ بَخِ,
লাম যবর لَ = مَنْۢ بَخِلَ

৩২	৩৩	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

মদ এর বর্ণনা

(১) মদ্দে মুত্তাসিল ঃ একই শব্দে হুরূফে মাদ্দাহর পর হামযাহ্ হলে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। তার পরিমাণ চার আলিফ।

(২) মদ্দে মুনফাসিল ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পর ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা হলে মদ্দে মুনফাসিল হবে, তার পরিমাণ তিন আলিফ।

(৩) মদ্দে লাযিম ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পরবর্তী হরফে জযম বা তাশ্দীদ হলে মদ্দে লাযিম হবে, তার পরিমাণ পাঁচ আলিফ।

মদ্দে মুত্তাসিল	سِيٓـَٔتْ	سُوٓءَ	شَآءَ	جَآءَ
মদ্দে মুনফাসিল	فِيٓ اَمْرِنَا	لَهٗٓ اَضْعَافًا	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ
মদ্দে লাযিম	ضَآلِّيْنَ	وَالصَّٰٓفّٰتِ	حَآجُّوْكَ	آلْئٰنَ

جَآءَ : জীম আলিফ যবর جَا, এর উপরে মাদ جَآ, হামযাহ্ যবর ءَ=جَآءَ

فِيٓ اَمْرِنَا : ফা- ইয়া যের فِيْ, এর উপর মাদ فِيٓ, হামযাহ্ মীম যবর اَمْ=اَمْرِ فِيٓ اَمْ, রা-যের رِ=فِيٓ اَمْرِ, নূন আলিফ যবর نَا=فِيٓ اَمْرِنَا

ضَآلِّيْنَ : দোয়াদ আলিফ লাম যবর ضَالْ, এর উপরে মাদ ضَآلْ, লাম দুই যবর لِّيْنَ=ضَآلِّيْنَ

৩৪	৩৫	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

অক্বফ করার নিয়ম

এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই পেশ, দুই যের, উল্টো পেশ এবং খাড়া যের যুক্ত হরফকে সাকিন করে ওয়াকফ্ করতে হয়।

خَلَقَ ○ خَلَقْ ○	مِنْ رَّبِّكَ ○ مِنْ رَّبِّكْ ○	بِالْقَلَمِ ○ بِالْقَلَمْ ○
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ تُرْجَعُ الْاُمُوْرْ ○	مَشْهُوْدٍ ○ مَشْهُوْدْ ○	مَرْقُوْمٌ ○ مَرْقُوْمْ ○
طَعَامِهٖ ○ طَعَامِهْ ○	سُبْحٰنَهٗ ○ سُبْحٰنَهْ ○	

خَلَقَ : খ যবর خَ, লাম যবর لَ=خَلَ

ক্বফ যবর قَ=خَلَقَ, ওয়াকফের সময় خَلَقْ

অক্বফ এর অবস্থায় দু যবর কে আলিফ মাদ্দাহ এ এবং গোল তা [ة] কে হায়ে সাকিনা [ه] এ পরিবর্তন করে পড়তে হয়।

سَبَبًا ○	حُسْنًا ○	عُذْرًا ○	اَعْمَالًا ○
سَبَبَا ○	حُسْنَا ○	عُذْرَا ○	اَعْمَالَا ○
خَاشِعَةٌ ○	مُؤْصَدَةٌ ○	نَاظِرَةٌ ○	اَلْاٰخِرَةِ ○
خَاشِعَهْ ○	مُؤْصَدَهْ ○	نَاظِرَهْ ○	اَلْاٰخِرَهْ ○

اَعْمَالًا : হামযাহ আঈন যবর اَعْ, মীম আলিফ যবর مَا, اَعْمَا

লাম আলিফ দুই যবর لًا, اَعْمَالًا অক্বফের সময় = اَعْمَالَا

خَاشِعَةٌ : খা আলিফ যবর خَا, শীন যের شِ = خَاشِ আঈন যবর عَ = خَاشِعَ

তা দুই পেশ ةٌ = خَاشِعَةٌ, অক্বফের সময় = خَاشِعَهْ

৩৮		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى
الٓمّٓ طٰسٓمٓ

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ]

حٰمٓ عٓسٓقٓ

খাড়া যবর এবং সাকিন কে আপন অবস্থায় পড়তে হবে।

يَرْضٰى ○	فَسَوّٰى ○
فَاَنْذِرْ ○	فَكَبِّرْ ○
فَاَنْصَبْ ○	تَنْهَرْ ○

يَرْضٰى : ইয়া রা যবর يَرْ , দোয়াদ খাড়া যবর ضٰى = يَرْضٰى

তারিখ :	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

হরুফে মুকাত্ত্বায়াত

নীচে প্রদত্ত হরফগুলোকে পৃথক পৃথক করে পড়তে হবে যেমন: আলিফ, লাম, মীম।

الٓمّٓ	الٓمّٓرٰ	الٓرٰ	حٰمٓ
حٰمٓ عٓسٓقٓ*	يٰسٓ	الٓمّٓصٓ	طٰهٰ
قٓ	طٰسٓ	طٰسٓمّٓ	كٓهٰيٰعٓصٓ*

★ তেলাওয়াতের সময় এ সকল হরফগুলোর শেষে পঠিত নূনকে ইখফার গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

৩৯	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন

কুরআনে কারীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যা সকলে জানে না। এ জন্যে কুরআনে কারীমের মাঝে মাঝে কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। যেন কুরআন পাঠকগণ সঠিক জায়গায় থামতে পারেন এবং অর্থের বিকৃতি না ঘটে। যার বিবরণ এই রকম :

م : এ চিহ্ন যেখানে থামা জরুরি।

ط، ج : এ চিহ্ন যেখানে, থামা উচিত।

لا : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উচিত।

ز، صلى، ص، ق، قف : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উত্তম।

سكته، وقفه : এ চিহ্ন যেখানে থামতে হবে কিন্তু শ্বাস বন্ধ হবে না।

সাকতায় কম এবং অক্বফের সময় বেশি থামতে হবে।

: এটা আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

৪০		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে সূরা অধ্যায়ে পাঁচটি সূরা আনা হয়েছে। যথা- সূরা ফাতেহা, সূরা লাহাব, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরায়ে নাস এবং আয়াতুল কুরসি। প্রতিটি সূরা মুখস্থ করানোর জন্য দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে নির্দিষ্ট দিনে মুখস্থ করানোর চেষ্টা করবে।

হিফযে সূরা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হল, শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে সূরা মুখস্থ করাবেন। প্রতিটি সূরা প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন, অত:পর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরা ঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে "হিফযে সূরাহ" বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) কুরআন ধারণকারী (হাফিয) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের উচ্চ স্থানে উঠতে থাক, আর ধীরে ধীরে পড় যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে, যেখানে তোমার সর্বশেষ আয়াতের তেলাওয়াত শেষ হবে।

[আবু দাউদ:১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআনে কারীমের কোন অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, তার হৃদয় বিরাণ ঘর সমতূল্য।

[তিরমিযী: ২৯১৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

সুতরাং কুরআনে কারীমের হিফয করা উচিৎ, কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই মুখস্থ থাকা উচিৎ, যার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যায়।



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]

তা'আওউয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

১	২	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

তাস্‌মিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৩	৪	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

সূরা ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

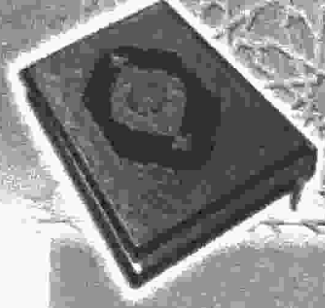
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

৫ থেকে ১১	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا

كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

১২ থেকে ১৭	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

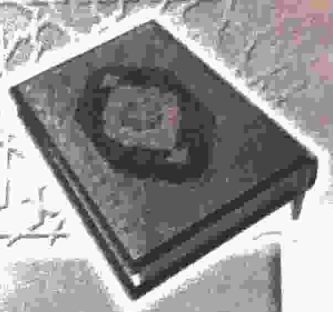
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

১৮ থেকে ২২	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

১-কুরআন

[হিফযে সূরা]



সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ

غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ﴿۵﴾

২৩ থেকে ২৮	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

সূরা নাস

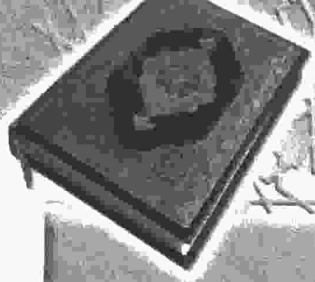
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ

صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

২৯ থেকে ৩৪	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



১-কুরআন

[হিফযে সূরা]

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ

مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ

اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

৩৩ থেকে ৩৬ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ

عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ

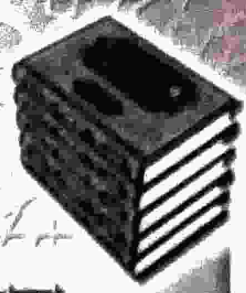
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾ ع

৩৭ থেকে ৪০ দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

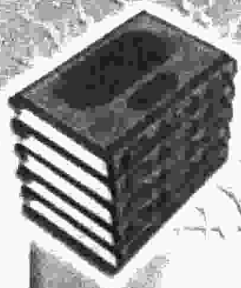
দু'আ ও সুন্নতের অধীনে ঐসব দু'আ এবং সুন্নতের আলোচনা সন্নেবেশিত হয়েছে, যেগুলো সাধারণত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন পড়ে। যেমন- খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, বাথরুমে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া, পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানে ও সময়ে পাঠযোগ্য মাসনুন দু'আসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের মুখে মুখে সর্বদা লেগে থাকা উচিত। যেমন- আলহামদুলিল্লাহ-জাযাকাল্লাহু খাইরান ইত্যাদি। অধিকাংশ দু'আ পূর্ণ রেওয়ায়াতসহ সংযোজিত হয়েছে। অতএব দু'আগুলো মুখস্থ করাতে হবে, অর্থ, ফযীলত ও সুন্নতসমূহ ভালভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে এসব দু'আ ও সুন্নতসমূহ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ দিতে থাকবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

দু'আ, সুন্নত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে "দু'আ" এবং আমাদের নবী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে ।

হাদীস: রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে আমার সুন্নত জিন্দা করল, সে আমার সঙ্গে মুহাব্বত রাখল আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে। [তিরমিযী-২৬৭৮ আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আমলই গ্রহণযোগ্য যা রাসূলুল্লাহর সুন্নত অনুযায়ী হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত ও তরীকাকে জানা এবং তাঁর শিখানো দু'আ, সুন্নতসমূহ ও আদবসমূহ শিক্ষা করা, এবং সে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরি। এসব দু'আ ও সুন্নতসমূহের উপর আমল করলে আখেরাতের সফলতা তো অবশ্যই থাকবে; সাথে সাথে দুনিয়াতে ও সম্মান অর্জন করা যায়, বালা-মুসিবত হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং অন্তরের অনাবিল প্রশান্তি অর্জিত হয়।



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

খানার শুরুর দু'আ

হযরত আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন খানা খাবে, সে যেন 'بِسْمِ اللهِ' বলে। অর্থ: আমি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি।

[তিরমিযি :-১৮৫৮, আবু দাউদ-৩৭৬৭]

শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়বে

হযরত উমাইয়া বিন মাখশী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে খাবার খেতে দেখছিলেন। সে بِسْمِ اللهِ পড়েনি। যখন শেষ লোকমার সময় সে এ দু'আ পড়ল- بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ অর্থ: আমি শুরু-শেষ আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি। তখন নবীজী তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, শয়তান তার সঙ্গে খানা খাচ্ছিল, যখন সে بِسْمِ اللهِ পড়ল, তখন শয়তান যা কিছু তার সঙ্গে খেয়েছিল সবকিছু বের করে দিল। [আবু দাউদ-৩৭৬৮]

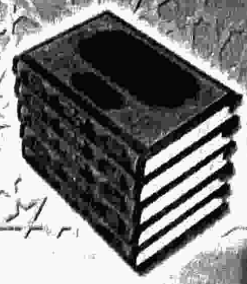
খানার শেষের দু'আ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খানা খেয়ে শেষ করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানালেন। [তিরমিযী-৩৪৫৭] [আবু দাউদ ৩৮৫০]

১ থেকে ৪	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



খানার সুন্নতসমূহ

(১) দস্তরখান বিছানো। [বুখারী : ৫৪১৫, আনাস (রাঃ)]

(২) দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান (রাঃ)]

(৩) খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা (রাঃ)]

(৪) এক হাঁটু বা উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা।
[ইবনে মাজাহ-৩২৬৩ ইবনে উমর (রাঃ) ফাতহুল বারী: ৯/৫৪২]

(৫) ডান হাত দিয়ে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ (রাঃ)]

(৬) নিজের সামনে থেকে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ (রাঃ)]

(৭) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। (রুটির ক্ষেত্রে) [মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক (রাঃ)]

(৮) লুকমা পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নেওয়া।
[মুসলিম : ৫৪২১, জাবির (রাঃ)]

(৯) পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২০, জাবির (রাঃ)]

(১০) হেলান দিয়ে না খাওয়া। [তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা (রাঃ)]

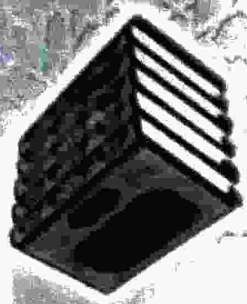
(১১) খাবারের দোষ-ত্রুটি না ধরা।
[বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)]

(১২) অত্যাধিক গরম খাদ্য না খাওয়া। [মুসতাদ্‌রাক : ৭১২৫, জাবির (রাঃ)]

(১৩) খাওয়ার পর দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ (রাঃ)]

(১৪) খাওয়ার শেষে হাত ধোয়া ও কুলি করা।
[বুখারী ৫৪৫৪, সূঅয়াইদ (রাঃ), তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান (রাঃ)]

৫	৬	৭	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ

হযরত মিক্বদাদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত খাওয়ার সময় এ দু'আ পড়েছেন-

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ালো, তুমিও তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করালো, তুমিও তাকে পান করাও। [মুসলিম-৫৩৬২]

৮	৯		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

দু'আ, সুন্নত

পানি পান করার পর দু'আ

হযরত আবু জা'ফর ﵁ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পানি পান করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজ দয়ায় আমাদেরকে মিষ্টি পানি পান করালেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি। [ত্বরানী-৮৯৯, বাইহাকী-৪৪৭৯]

১০	১১		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

পানি পান করার সুন্নতসমূহ

① ডান হাত দ্বারা পান করা। [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর ﵄]

② বসে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস ﵁]

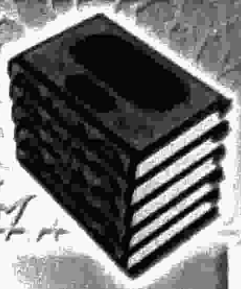
③ দেখে পান করা। [আবূদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আব্বাস ﵄,বযলুল মাজহুদ:১১/৪৫০,ম]

④ "بِسْمِ اللّٰهِ" বলে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস ﵄]

⑤ তিন শ্বাসে পান করা। [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস ﵁]

⑥ পান করার পর "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" পড়া। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস ﵄]

১২			দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



দুধ পান করার দু'আ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা দুধ পান করাবেন সে যেন এ দু'আ পাঠ করে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ: হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং তা আরো বাড়িয়ে দিন

[তিরমিযী-৩৪৫৫, আবূ দাউদ : ৩৭৩০]

ঘুমানোর পূর্বের দু'আ

হযরত হুযায়ফা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন ডান হাতের তালু নিজের গালের নীচে রেখে এ দু'আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই।

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ ﵁]

১৩	১৪	১৫	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

① ঈশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করা, দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা। [বুখারী ঃ ৫৯৯, আবু বারযাহ্ ﵁]

② ঘুমানোর পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা। [সুবুলুলহুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/৩৫৯, ইবনে আব্বাস ﵄]

③ উযু করে ঘুমানো। [বুখারী: ৬৩১১, বারা ইবনে আযিব ﵁]

④ তিনবার বিছানা ঝেড়ে শোয়া। [বুখারী ঃ ৭৩৯৩, আবু হুরাইরা ﵁]



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

৮

⑤ উভয় চোখে তিন তিনবার সুরমা লাগানো ।
[তিরমিযী: ২০৪৮, ইব্নে আব্বাস رضي الله عنه]

⑥ তিনবার ইস্তিগফার أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পড়া । [তিরমিযী:৩৩৯৭, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

⑦ তাস্বীহে ফাতেমী سُبْحَانَ اللهِ ৩৩বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللهُ أَكْبَرُ ৩৪বার পড়া । [বুখারী: ৫৩৬১, আলী رضي الله عنه]

⑧ সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস পড়া ।
[বুখারী ঃ ৫০১৭, আয়েশা رضي الله عنها]

⑨ ডান কাতে ক্বেবলামূখী হয়ে শুয়ে হাত চোয়ালের নীচে রাখা ।
[বুখারী: ৬৩১৫, বারা رضي الله عنه, মুসনাদে আবি য়া'লা: ৪৭৭৪, আয়েশা رضي الله عنها]

⑩ পেটের উপর উপুড় হয়ে না ঘুমানো । [তিরমিযী:২৭৬৮,আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

⑪ ঘুমানোর দুআ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا পড়া ।
[বুখারী: ৬৩১৪, হুযাইফা رضي الله عنه]

১৬	১৭		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

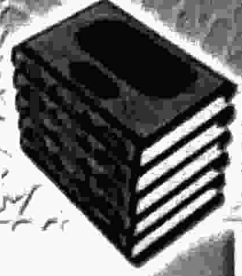
দু'আ, সুন্নত

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর দু'আ

হযরত হুযাইফা رضي الله عنه বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন দান করেছেন এবং তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে । [বুখারী-৬৩১৪]



ঘুম থেকে ওঠার সুন্নতসমূহ

① ঘুম থেকে উঠেই উভয় হাত দ্বারা মুখ ও চোখ মলা ।

[বুখারী : ১৮৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

② ঘুম থেকে ওঠার দুআ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ পড়া ।

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

③ মেসওয়াক করা ।

[বুখারী : ২৪৫, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

১৮	১৯		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

বাইতুল খালায় (বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে দু'আ

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শুন! এই বাইতুল খালায় জিন ও শয়তান ইত্যাদি আসা-যাওয়া করে । তাই তোমাদের কেউ এগুলোতে প্রবেশ করার সময় যেন এ দু'আ পড়ে নেয় (এতে সে নিরাপদ থাকবে)-

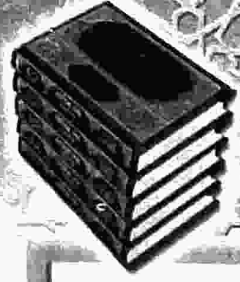
بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রবেশ করছি । হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নারী-পুরুষ জ্বিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ।

[বুখারী:১৪২, মুসলিম:৭৩১]

বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর দু'আ

হযরত আয়শা رضي الله عنها বলেন, নবী কারীম ﷺ যখন বাইতুল খালা হতে বের হয়ে আসতেন, তখন বলতেন- غُفْرَانَكَ অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি । **[তিরমিযি:৭, আবূ দাউদ:৩০]**



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

এবং হযরত আনাস ﷺ বলেন, নবী কারীম ﷺ যখন বাইতুল খালা হতে বের হতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টকে দূর করলেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করলেন। [ইবনে মাজাহ-৩০১]

বি: দ্র:- غُفْرَانَكَ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ উভয় দু'আ মিলিয়ে পড়বে।

২০ থেকে ২৪	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

বাইতুল খালার সুন্নতসমূহ

(১) মাথা ঢেকে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمه الله]

(২) জুতা, স্যান্ডেল পরে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمه الله]

(৩) দুআ পড়ে প্রবেশ করা। [বুখারী : ৬৩২২, আনাস رضي الله عنه]

(৪) প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها ফাতহুল বারী ঃ ১৬/৪২৫]

(৫) ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা। [আবূদাউদ : ৮, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

(৬) কথা-বার্তা না বলা। [আবূ দাউদ ঃ ১৫, আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]

(৭) দাড়িয়ে প্রশ্রাব না করা। [ইবনে মাযাহ্ : ৩০৯, জাবির رضي الله عنه]

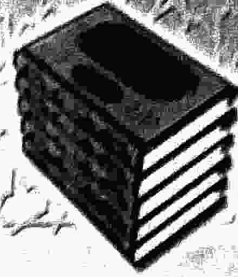
(৮) বাম হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। [বুখারী : ১৫৪, আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه]

(৯) ইস্তিঞ্জার পর মাটি কিংবা সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা। [আবূ দাউদ : ৪৫, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

(১০) ডান পা দিয়ে বের হয়ে আসা। [বুখারী : ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]

(১১) বের হয়ে আসার পর দুআ পড়া। [ইবনে মাজাহ্ : ৩০০,আয়েশা رضي الله عنها,৩০১,আনাস رضي الله عنه]

২৫	২৬		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



উযূর পূর্বের দু'আ

হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন بِسْمِ اللهِ (অর্থ: আমি আল্লাহর নামে উযূ শুরু করছি) বলে উযূ শুরু করো। [নাসাই-৭৮]

উযূর মাঝের দু'আ

হযরত আবু মূসা আশআরী ﵁ বলেন, আমি নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হলাম। নবীজী উযূ করলেন। আমি তাঁকে এ দু'আ পড়তে শুনেছি-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন। আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে অমুক অমুক দু'আ পড়তে শুনেছি। নবীজী ইরশাদ করলেন, আমি সেই বাক্যগুলো দ্বারা চাওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো কিছু বাদ রেখেছি? [সুনানে কুবরা নাসাই-৯৯০৮]

ফায়দা: অর্থাৎ এ দু'আর মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের সব ধরনের কল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে; যেমন আখেরাতে মাগফিরাত হয়ে যাক; দুনিয়ায় প্রশস্ত ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাক; এবং রিযিকে বরকত হোক; সংকীর্ণতা না থাকুক। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশান্তি অর্জিত হয়ে গেল।

উযূর পরের দু'আ

হযরত উমর ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করল এবং (সুন্নত ও আদবসমূহ রক্ষা করে) উত্তমভাবে উযূ করল, অত:পর এ দু'আ পড়ল, তার জন্য জান্নাতের আটও দরজা খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হল-



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনোও উপাস্য নেই। তিনি একক; তার কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন এবং পবিত্র অর্জনকারী লোকদের দলে শামিল করে নিন। [তিরমিযী-৫৫]

২৭	২৮	২৯	৩০	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

হযরত আবূ হুমাইদ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে সে যেন এ দু'আ পড়ে-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। [মুসলিম-১৬৫২]

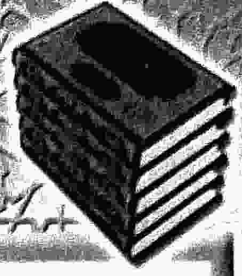
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

① প্রথমে বাম পা থেকে জুতা খোলা অত:পর ডান পা থেকে। [বুখারীঃ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

② ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

③ بِسْمِ اللّٰهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]

④ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া [তিরমিযীঃ৩১৪,ফাতেমা رضي الله عنها]



⑤ মসজিদে প্রবেশের দু'আ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়া।

[মুসলিম-১৬৫২, আবূ দাউদ-৪৬৫, আবূ হুমাইদ (রা.)]

⑥ ই'তিকাফের নিয়্যাত করা। [আল আযকার ঃ ১/৫৫]

৩১	৩২		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ

হযরত আবু হুমাইদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ হতে বের হবে, তখন এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

[মুসলিম-১৬৫২, আবু দাউদ-৪৬৫]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

① মসজিদ হতে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। [বুখারীঃ৪২৬,আয়েশা ﵂]

② بِسْمِ اللّٰهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ৭৭১,ফাতেমা ﵂]

③ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া।

[তিরমিযীঃ ৩১৪,ফাতেমা ﵂]

④ মসজিদ থেকে বের হবার দুআ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ পড়া।

[মুসলিমঃ১৬৫২,আবূ হুমাইদ ﵁]

⑤ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা অতঃপর বাম পায়ে । [বুখারী: ৫৮৫৬,আবু হুরায়রা (রাঃ)]

৩৩	৩৪		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

কাপড় পরিধান করার দু'আ

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এ দু'আ পড়ল, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় । দু'আটি হল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করালেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ ছাড়াই তা আমাকে দান করলেন ।

[আবু দাউদ-৪০২৩]

৩৫	৩৬		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

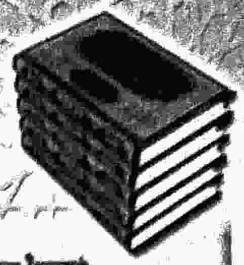
আযানের পর দু'আ

হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আযান পরিপূর্ণ হওয়ার পর এ দু'আ পড়বে, তার জন্য কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে । দু'আটি হল-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

[বুখারী : ৬১৪, শুআবুল ঈমান : ২০০৯, আবূ দাউদ ৫২৯]

৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



শয়তান থেকে হেফাজতে থাকার দু'আ

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আটি পড়বে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তাকে হেফাযত করা হবে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন, বিতাড়িত শয়তান হতে। [তিরমিযি-২৪২]

সকাল সন্ধ্যার নিরাপত্তার দু'আ

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন যে ব্যাক্তি সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: আমি আরম্ভ করেছি ঐ মহান আল্লাহর নামে যার অনুমতি ব্যাতিত আকাশ ও জমিনের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারেনা, তিনি সব কিছু শ্রবনকারী ও মহাজ্ঞানী।

তিরমিযি : ৩৩৮৮, আবূ দাউদ : ৫০৮৮]

৪২	৪৩		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

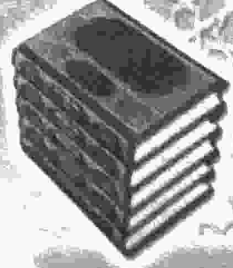
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইয়ান ﷺ]

অর্থ ঃ আপনার উপর আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।



২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

দুআ, সুন্নাত

কোন মুসলমান সালাম দিলে উত্তরে বলবে:

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

[মুসনাদে আহমাদ : ১২৬১২, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে পড়বে:_____

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

কোন নিয়ামত পেলে বলবে :_____

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে অথবা ভাল আচরণ করলে বলবে:_____

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

[বোখারী-৩৩৬, আয়েশা رضي الله عنها মুসলিম-৪৭১৩]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

৪৩	৪৪	৪৫	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]



সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আকাইদের মধ্যে ইসলামের পঞ্চ কালেমা, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসাল অর্থসহ দেয়া হয়েছে এবং ঈমানে মুফাসসলের মধ্যে আলোচিত সাতটি মৌলিক আক্বাইদ (যেমন-তাওহীদ, ফিরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, আম্বিয়া আ. আখেরাত, তাক্বদীর এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া)-কে শিরোনামের আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। প্রথমে উভয় কালেমা এবং ঈমানে মুজমাল ও মুফাসসাল অর্থসহ মুখস্থ করাবেন। অবশিষ্ট কালেমাগুলোর অর্থসমূহ ভালভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে দিবেন। পড়ানোর সময় এ কথাও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, উল্লেখিত কালেমাগুলো এবং সবকসমূহে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলোর উপর অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আক্বাইদ: মানুষ যে সকল বিষয়ের প্রতি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সে গুলোকে আক্বাইদ বলে।

হাদীস: হযরত ওমর রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করল- আমাকে বলুন, ঈমান কী জিনিস? নবীজী উত্তর দিলেন- ঈমান হল, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল ও কেয়ামতের দিনকে সত্য বলে স্বীকার কর এবং প্রত্যেক ভাল-মন্দ তাক্বদীরের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর। [মুসলিম-১০২ উমর রা. হতে]

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি; কারণ দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদই রাখা হয়েছে আকীদার উপর। এ কারণেই যখনি কোনো কওমের আকাইদের মধ্যে বিনাশ ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তখনি তার সংশোধনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন।

[আকাইদ]

কালিমায়ে তাইয়্যেবা

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[বুখারী-৮, ৫৩, ৮৭, ১২৮, মুসলিম-১৪২]

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, (হযরত) মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[বুখারী-৭৩৮১, মুসলিম-৮৯৭, তিরমিযি-২৬০৮]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা ও রাসূল।

১ থেকে ৭	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ

وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[বুখারী-৬৪০৪] [মুসনাদে আহমাদ:২৬৫৫১,উম্মে সালমাহ্ (রাঃ)]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, সকল কল্যাণ তারই আয়ত্ত্বে এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৮ থেকে ১২	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]



ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর তদ্রূপ ঈমান এনেছি যেমনভাবে তিনি নিজ নাম ও গুণাবলিসহ রয়েছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিয়েছি।

১৩ থেকে ১৭	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

[মুসলিম : ৯৩] بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, ক্বিয়ামতের দিনের উপর, এবং ভালমন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

১৮ থেকে ২২	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

❖ মাসাইলের সবকসমূহ ছাত্রদের পড়ানোর পূর্বে নিজে ভালভাবে অধ্যায়ন করে বুঝে নিবেন এবং এসব মাসাইলের বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য গ্রহণযোগ্য ফিকহের কিতাবসমূহও অধ্যায়নে রাখতে পারেন, এতে অনেক উপকার হবে। এমনকি এতে ছাত্রদের মাসাইল বুঝানো ও পরিতৃপ্ত করার ক্ষেত্রে দারুন সহযোগিতা পাবেন।

পরিভাষা ও উৎসমূলক কথা

মাসাইল: দ্বীনের ঐ সমস্ত কথা যার মাধ্যমে আমলের পদ্ধতি তথা শুদ্ধ-অশুদ্ধের আলোচনা হয়, তাকেই 'মাসাইল' বলে।

নামায: একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর সামনে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করাকে 'নামায' বলে।

হাদীস: হযরত আবুযর গিফারী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, আবু যর! যদি ইলমের একটি অধ্যায় শিখতে পার-চাই তার উপর এই মুহূর্তে আমল করতে পার আর না পার (যেমন, পানি পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমের মাসাইল শিক্ষা লাভ করা) তাহলে তা হাজার রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম হবে। [ইবনে মাযাহ-২১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করবে, সময়মত নামায পড়বে, রুকু-সিজদা ভালভাবে করবে এবং একাগ্রতার সাথে নামায পড়বে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য জরুরি করে নেন। আর যে এমন করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। তিনি চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন; চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন। [আবু দাউদ-৪২৫ উবাদাহ ইবনে সামিত رضي الله عنه]



গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি:

① মুখ ভরে কুলি করা। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

② নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

③ সমস্ত শরীরে (এমনভাবে) পানি পৌঁছানো (যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে।) [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

২৩			দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টিঃ

① সমস্ত মুখমন্ডল ধোয়া (কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমন্ডল ধোয়া।) [শামী : ১/২৩৫ আরকানুল ওযূ]

② কনুইসহ দু'হাত ধোয়া। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

③ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা। [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল ওযূ]

④ গোড়ালীসহ দু'পা ধোয়া। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

২৪			দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

(১) প্রশ্রাব-পায়খানা করা অথবা ঐ দুই রাস্তা দিয়ে অন্যকিছু বের হওয়া। [শামী-১/৩৬৫ নাওয়াকিযুল উযূ]

(২) পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হওয়া। [শামী-১/৩৬৫ প্রাগুক্ত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৩) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। [বাদাইউসসানাই-১/২৪ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৪) মুখভরে বমি করা। [শামী-১/৩৭৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৫) **চিৎ** বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো। [শামী-১/৩৮৬, কিতাবুত্তাহারাত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৬) অসুস্থ কিংবা অন্য কোনো কারণে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৭) পাগল বা মাতাল হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৩৯৬, নাওয়াকিযুল উযূ]

(৮) জানাযার নামায ব্যতিত যে কোনো নামাযে উচ্চস্বরে হাসা। [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

মাসাইল

২৫	২৬		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



পাঁচ ওয়াক্তের নামায

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয।

① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগ্‌রিব ⑤ ইশা

রাকাআতের সংখ্যা

○ ফজরের নামায ৪/ রাকাত	: ২ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা ২ / রাকাত ফরয।
○ যোহরের নামায ১২/ রাকাত	: ৪ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ৪/ রাকাত ফরয, ২ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২ / রাকাত নফল।
○ আসরের নামায ৮/ রাকাত	: ৪/ রাকাত সুন্নত গাইরে মুয়াক্কাদা, ৪ / রাকাত ফরয।
○ মাগরীবের নামায ৭/ রাকাত	: ৩/রাকাত ফরয, ২/রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২/রাকাত নফল।
○ ইশার নামায ১৭/ রাকাত	: ৪/ রাকাত সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা, ৪/ রাকাত ফরয, ২/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২/রাকাত নফল, ৩/ রাকাত বিত্‌র ওয়াজিব, ২/রাকাত নফল।
○ জুমআর নামায ১৪/ রাকাত	: জুমআর পূর্বে ৪/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, জুমআর ২/রাকাত ফরয এরপর ৪/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা তারপর ২/ রাকাত সুন্নতে গাইর মুয়াক্কাদা, তারপর ২/ রাকাত নফল।

[আবূদাউদ :১২৭৫, আলী رضي الله عنه, বাদায়িউসসনায়েউ ১/৯১,কিতাবুস সলাহ্, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদু রাকাআতিহা; বাদায়িউসসনায়ে :১/২৬৯,সলাতুল জুমআহ্,বায়ানু মিক্বদারুহা বাদায়িউসসনায়ে ১/২৮৪-২৮৫, কিতাবুস সলাহ্ , ফাসলুস সলাতিল মাসনুনাহ্]

দ্রঃ বঃ - সুন্নাত মুয়াক্কাদা অবশ্যই পড়বে, এর মধ্যে মোটেও অলসতা করবে না।

২৭		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের বাইরে ৭ ফরয

① শরীর পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
② কাপড় পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
③ নামাযের জায়গা পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
④ সতর ঢাকা।	[শামী : ৩/২৪৯, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
⑤ নামাযের সময় হওয়া।	[বাদায়িউসসানায়িউ : ১/১২১, ফাসলুন ফি শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]
⑥ ক্বিবলার দিকে মুখ করা।	[শামী : ৩/৩৩০, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
⑦ নিয়্যাত করা।	[শামী : ৩/২৮৫, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

২৮	২৯		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

নামাযের ভিতরে ৬টি ফরয

(১) তাকবীর তাহরীমা اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলা । [শামী-৩/৩৭৬ সিফাতুস সলাহ]

(২) কেয়াম করা: অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো । [শামী-৩/৩৮১) প্রাগুক্ত]

(৩) কেরাত পড়া (কুরআন থেকে পড়া) [শামী-৩/৩৮৯ প্রাগুক্ত]

(৪) রুকু করা । [শামী-৩/৩৯২) প্রাগুক্ত]

(৫) দুই সিজদা করা । [শামী-৩/৩৯৩ প্রাগুক্ত]

(৬) আখেরী বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা । [শামী-৩/৩৯৬ প্রাগুক্ত]

৩০	৩১		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ঐসব আমল যেগুলো ভুলে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করতে হয়

(১) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এবং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া । [শামী-৩/৪২৬ সিফাতুস সলাহ)

(২) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একটি বড় আয়াত কিংবা তিনটি ছোট আয়াত তিলাওয়াত করা । [শামী-৩/৪২৬ প্রাগুক্ত]

(৩) সূরা ফাতিহাকে সূরার পূর্বে পাঠ করা । [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]

(৪) ক্বেরাতের পর রুকু এবং রুকুর পর সিজদার তারতীব ঠিক রাখা । [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

(৫) কাউমা করা অর্থাৎ রুকু **থেকে** সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৬) জালসা করা অর্থাৎ উভয় সিজদার **মাঝে** স্থীর হয়ে বসা।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৭) রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে ধীর ও স্থীরতা বজায় রাখা, তাড়াহুড়া না করা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৮) তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৯) উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া। [শামী-৩/৪৫০ প্রাগুক্ত]

(১০) ইমামের জন্য ফজর, মাগরিব, ইশা, জুম'আ, দুই ঈদের নামায, তারাবীহ এবং রমযানের বিতির নামাযে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়া। [শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১১) যোহর ও আছরের নামাযে ক্বেরাত নিম্নস্বরে পড়া।
[শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১২) 'সালাম' শব্দ দ্বারা নামায শেষ করা।
[শামী-৩/৪৫৬ প্রাগুক্ত]

(১৩) বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনূতের জন্য তাকবীর বলা এবং দু'আয়ে কুনূত পড়া। [শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

(১৪) উভয় ঈদের নামাযে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
[শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

৩২	৩৩	৩৪	৩৫	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



নামায ভঙ্গকারী আমলসমূহ

(১) নামাযে কথা বলা, জেনে হোক না জেনে হোক; অল্প হোক কিংবা বেশি। [শামী-৪/৪১৬ মা ইউফসিদুছছলাহ...]

(২) নামাযের বাইরের কোনো ব্যক্তির দু'আয় 'আমীন' বলা। [শামী-৪/৪৩৬ প্রাগুক্ত]

(৩) কোনো ব্যথা-বেদনার কারণে উহ্-আহ্ শব্দ করা। [শামী-৪/৪৩২ প্রাগুক্ত]

(৪) কুরআন শরীফ দেখে পড়া। [শামী-৪/৪৫১ প্রাগুক্ত]

(৫) কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন ভুল করা যার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। [শামী-৪/৪৭৯ প্রাগুক্ত]

(৬) নামায অবস্থায় এমন কোনো কাজ করা যার কারণে নামাযের বাইরের কেউ দেখে মনে করবে; 'লোকটি নামাযে নেই। [শামী-৪/৪৫৪ প্রাগুক্ত]

(৭) নামাযে কোনো কিছু খাওয়া। [শামী-৪/৪৪৯ প্রাগুক্ত]

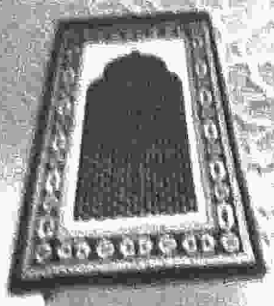
(৮) বিনা কারণে কেবলার দিক থেকে সীনা ঘুরে যাওয়া। [শামী-৪/৪৬৪ প্রাগুক্ত]

(৯) নাপাক স্থানে সিজদা করা। [শামী-৪/৪৫৮ প্রাগুক্ত]

(১০) নামাযে কোনো ফরয আমল ছেড়ে দেয়া [শামী-৪/৪৭৫ প্রাগুক্ত]

(১১) ইমামের স্থান থেকে আগে বেড়ে যাওয়া। [শামী-৪/৪৬০ প্রাগুক্ত]

৩৬ থেকে ৪০	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



নামাযের কালেমাসমূহ

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা : (নামায শুরু করার সময় বলতে হয়) ———

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

[বুখারী: ৭৩৩, ৭৩৪, মুসলিম:৮৬৯, ৯০৪] [তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

রুকুর তাস্‌বীহ : _____

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

[মুসলিম: ১৮১৪] [তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

তাস্‌মী : (রুকু থেকে ওঠার সময় বলতে হয়) _____

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه] [মুসলিম: ৮৬৮]

তাহ্‌মীদ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়) ———

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه] [মুসলিম: ৮৬৮]

সাজ্‌দার তাস্‌বীহ : _____

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

[মুসলিম: ১৮১৪] [তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]



সালাম :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

[মুসলিম: ৯৭০, ১৩১৫] [তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

১			দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

[মুসলিম: ৮৯২]
[তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضي الله عنه]

২	৩		দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]
[মুসলিম: ৮৯৭]

৪ থেকে ৮	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর	



৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

দুরূদশরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব বিন উযরাহ্(রাঃ)]

৯ থেকে ১৩	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

দুআয়ে মাসূরাহ্

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ [বুখারী : ৮৩৪, আবি বাকর(রাঃ)]

১৪	১৫	১৬	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

দু'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ
نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ
[মারা সিলে : আবূ দাউদ : ১৯২]

১৭ থেকে ২৩	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]



আযান

নামাযের পূর্বে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বিশেষ শব্দমালা ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও আযমত বর্ণনা করে এবং নামাযের আহ্বান করে; একে 'আযান' বলে এবং আযান পাঠকারী ব্যাক্তিকে 'মুআয্যিন' বলে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমার নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ　　اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ　　أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ　　أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ　　حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ　　حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ　　لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

ফজরের আযানে "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" এরপর "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" বাড়াতে হয়।

বি. দ্র. সকল কালেমার শেষ অক্ষরে জযম পড়বে; এমনকি 'أَكْبَرُ' এর "ر" এর মধ্যেও জযম পড়বে।

বি:দ্রঃ ইকামত আযানের মতই হবে। কিন্ত দুটি শব্দ অতিরিক্ত হবে : قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ　　قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

২৪	২৫	২৬	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

[মাসাইল]

হজ্বের মাসাইল

হজ্বের দিন গুলোর মধ্যে মক্কা শরীফ গিয়ে বিশেষ আমল করাকে "হজ্ব" বলে।

হজ্বের আমল গুলো আদায় করার দিন ৫-টি: ৮-ই জিলহজ্ব থেকে ১২-জিলহজ্ব পর্যন্ত। হজ্ব জীবনে শুধু একবার ফরয।

[শামী: ৮/৯৯, কিতাবুল হজ্ব]

ফযীলত: হুযুর ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব করেছে এবং ঐ সফরে মন্দ কাজ, মনের খারাপ বাসনা এবং ঝগড়া থেকে দূরে থাকলো, তাহলে সে গুণাহ থেকে এমন ভাবে পাক পবিত্র হয়ে বাড়ী ফিরবে যেমন ভাবে একটি সন্তান মায়ের পেট থেকে জন্ম হওয়ার সময় গুণাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে জন্ম হয়। [বুখারী শরী : ১৫২১]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট পানাহার এবং আসা-যাওয়ার খরচ থাকে, যার দ্বারা সে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যেতে পারবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হজ্ব করে নাই, তাহলে সে ইহুদী হয়ে মারা যাক, বা খৃষ্টান হয়ে মারা যাক, আল্লাহ তা'আলার কিছু যায় আসে না। [তিরমিযী: ৮১২]

মাসআলা: যখন হজ্ব ফরয হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব। বিনা কারণে দেরী করা এবং এটা মনে করা যে, এখনও সময় পুরোটাই বাকী আছে, অত:পর সামনে কোন বছর হজ্ব করে নিব, এই কথা বলা জায়েয নেই, এরকম ব্যক্তি গুণাহগার হবে।

[শামী: ৮/১০৯-১১০, কিতাবুল হজ্ব]

২৭	২৮	২৯	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



রোযার মাসাইল

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় ইবাদতের নিয়তে খাওয়া পান করা ও যৌন কাজ থেকে বিরত থাকার নাম 'রোযা'। [শামী-৭/৩১২]

আরবি ভাষায় রোযা রাখাকে 'সওম' ও রোযা ভাঙ্গাকে 'ইফতার' বলে।

রোযার ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয ছিল। যেন তোমাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। [সূরা বাক্বারা-১৮৩]

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষের প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রদান করা হয়, কেবল রোযা ব্যতিত। রোযার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেটি বান্দার পক্ষ হতে আমার জন্য বিশেষ উপহার আর সেই তোহফার প্রতিদান আমার ইচ্ছামত আমিই দিব। আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় খাওয়া-দাওয়া, যৌনসম্ভোগ পরিহার করেছে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হল, ইফতারের সময়। অপরটি হল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় (জান্নাতে)। এবং রোযাদারের মুখের দূর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশ্‌কের সুঘ্রাণ হতে ও উত্তম লাগে।

[মুসলিম-২৭৬৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

রাসূলে কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শরঈ ওযর বা অসুস্থতা ব্যতিত রমযানের একটি রোযাও ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে তার স্থলে সারা জীবন রোযা রাখে, তারপরও হারিয়ে যাওয়া ফযীলত পূরণ হবে না। [তিরমিযী-৭৩৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

৩০	৩১	৩২	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর



৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

যাকাতের মাসাইল

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সম্পদের একটি নির্ধারিত পরিমাণ উপযুক্ত কোন মুসলমানকে মালিকানায় দেওয়ার নাম "যাকাত" [শামী: ৬/৪৪৫, কিতাবুয যাকাত]

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত : যাকাত আদায় করার দ্বারা সম্পদ সংরক্ষণ হয়, এবং সম্পদের অনিষ্ট ও ধ্বংস থেকে মানুষ সংরক্ষিত হয়। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করল, সে অবশ্যই সম্পদের অনিষ্ট ও ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল। [ত্বাবরানী আওসাত : ১৫৭৯]

যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, যে সকল মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং তারা মালের যাকাত আদায় না করে, কিয়ামতের দিন তার এই ধন সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকৃতি ধারন করে সামনে আসবে, এবং তার গলায় জড়িয়ে যাবে, এবং তার চোয়ালকে নিষ্পেষণ করে বলতে থাকবে, আমি তোমার জমাকৃত মাল, আমি তোমার খাজানা। [বুখারী : ৪১০৩]

যাকাতের হুকুম: যাকাত দেওয়া ফরয, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যাকাত ফরয হওয়া প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এই ফরযকে অস্বীকার করবে সে কাফের। আর যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হওয়া সত্বেও যাকাত আদায় করবে না, সে মারাত্মক গুণাহগার হবে।

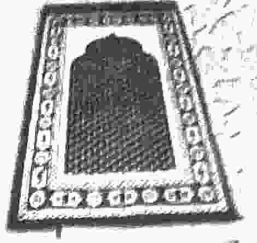
[ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭০, কিতাবুয যাকাত]

কোন ধরণের সম্পদের উপর যাকাত ফরয?

(১) সোনা (২) রূপা (৩) টাকা- পয়সা (৪) ব্যবসায়ী মালে (প্রত্যেক জিনিস যা বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয়েছে)
(৫) জমিনের উৎপন্ন শস্য (৬) গবাদি পশু।

বি:দ্র: এবিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিবেন।

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর



জানাযার নামাযের দু'আসমূহ

বালেগ পুরুষ বা মহিলার জানাযা হলে এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ

[তিরমিযি : ১০২৪, নাসাই : ১৯৮৮]

না-বালেগ ছেলের জানাযা হলে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا
وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

[বাইহাকি : ৭০৪২]

না-বালেগ মেয়ের জানাযা হলে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا
وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

[বাইহাকি : ৭০৪২]

৩৭ থেকে ৪৫	দিনে পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

মকতব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের সিদ্ধান্ত

যেসব প্রত্যন্ত ও বঞ্চিত এলাকায় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, সেখানকার জনগণের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও প্রতিষ্ঠান যেমন, কাদিয়ানী, খৃষ্টবাদ ইত্যাদি খুব জোরেশোরে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্তির ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।

এজন্যে মাদরাসাগুলোর সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ নিজ নিজ মাদরাসার শাখা হিসেবে মকতব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দীনের মৌলিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা নিন এবং এজন্যে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার প্রস্তাবকে নিজেদের কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করুন, "মাদরাসা নিজেদের বার্ষিক বাজেটের দশ শতাংশ মকতব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ব্যয় করুন।"

[মাহনামা দারুল উলূম দেওবন্দ, মে-আগস্ট ২০০৪]

দীনিয়াত শিক্ষা উপকরণ



দ্বীনিয়াত প্রাইমারি কোর্স



এই কোর্সটি প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে ধারাবাহিকভাবে নার্সারি/ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে।

এই কোর্সের মধ্যে নূরানী কায়দা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ নাযেরায়ে কুরআন, ৭টি কালিমা, ২৫টি সূরা, দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাসনুন দোয়া, চল্লিশ হাদিস ও আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম মুখস্থ করানো হবে। মৌলিক ইসলামী আকিদা, উযূ-নামাযের নিয়মাবলী ও জরুরি মাসায়েল, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, ইসলামী জ্ঞান ও আরবী ভাষা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে পাঠদান করা হবে।

দ্বীনিয়াত বয়স্ক কোর্স



বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'দীনিয়াত বয়স্ক কোর্স'। বিভিন্ন ব্যস্ততার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে এবং বিশুদ্ধভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ দীনের মৌলিক ইবাদাত সমূহের জরুরি মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

দ্বীনিয়াত মকতব কোর্স



এই কোর্সটি আমাদের মসজিদ কিংবা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ১ঘণ্টা দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে। দুই থেকে আড়াই বছরের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস, আকাইদ, মাসাইল, পবিত্রতা, নামায শিক্ষাসহ, দীনের জরুরী মাসায়েল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে আমল করতে সক্ষম হবে।

পাঁচ মিনিটের মাদরাসা



এ কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কুরআন- হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি ইসলামী মাস ও দিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। এই কিতাবটি ঘরে, মসজিদে বা অফিসে তা'লীম করলে অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে।

দ্বীনিয়াত হাফেজী কুরআন



আপনি আনন্দিত হবেন যে, দীনিয়াত কর্তৃপক্ষ আরবি বিশেষ লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো কুরআন শরীফকে কম্পিউটার কম্পোজ করানো হয়েছে।

যেকোন কুরআন শরীফকে যদি দীনিয়াত কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্ট এমন কিছু বিষয় আপনার দৃষ্টি গোচর হবে, যা বাস্তবেই যুগের চাহিদা অনুপাতে পূর্বেই সংস্কার হওয়া উচিত ছিল। অনেক সময় আমাদের শিশুদেরকে যে আকৃতিতে হরফ শিখানো হয়, যা কুরআন শরীফে এসে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, ফলে ঐসব স্থানে এসে সাধারণ মানুষ এবং শিশুদের অসস্তিতি হয়। ইনশাআল্লাহ তাই দীনিয়াত কুরআন শরীফের মাধ্যমে কুরআন শেখানোটা সহজ হবে।